মৌখিক পরম্পরা ও লোকসংস্কৃতি রক্ষায়
ইকফাই-এ জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কামালঘাট, ৬ নভেম্বর ।।
ফেসবুক, ইন্স্টাগ্রাম ও হোয়াটস্ অ্যাপের একচেটিয়া দাপাদাপিতে আমাদের চিরাচরিত মৌখিক পরম্পরা ও লোকসংস্কৃতি বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত দু-দিনের এক জাতীয় কর্মশালায় এবিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ। এই কর্মশালা আয়োজনে সহায়তার হাত প্রসারিত করেছে সাহিত্য একাডেমী এবং শিলংস্থিত জাতীয় সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পর্ষদ।

কর্মশালার প্রধান অতিথির ভাষণে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য্য তথা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস একটু শ্লেষাত্মকভাবেই বললেন, 'আমরা ইংরেজীর পেছনে দৌড়চ্ছি, বিলাসিতায় ভাসছি, খবরের কাগজ খুলেই কমিকস্-বিজ্ঞাপন বা উত্তেজনায় ভরপুর গল্প খুঁজছি। নিজেদের ঐতিহ্য বা লোকগাঁথা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার সময় আমাদের নেই। কচিকাঁচারাও যান্ত্রিকভাবে এগিয়ে চলছে। যখন তাদের পড়াশুনা বা খেলাধূলার বয়স তখন এরা মোবাইল ব্যবহারে চোখ-মাথা-শরীর সব নষ্ট করছে।'

সোমবার সকালে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশাল সায়েন্সেস-এর ব্যবস্থাপনায় 'নেগোশিয়েটিং ইস্যুস অব অরালিটি, ফোক অ্যান্ড হিস্ট্রি' শীর্ষক দু-দিনব্যাপি কর্মশালার উদ্বোধন হয়। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ডঃ অধ্যাপক অশেষ গুপ্ত, বরোদাস্থিত মহারাজা সায়াজিরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শচীন খেতকর এবং নর্থ-ইষ্ট হিল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডঃ এস কে সিং। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের সংবর্ধনা জানানো হয়। অতিথিদের সবাই মৌখিক পরম্পরা ও লোকসংস্কৃতির লুপ্তপ্রায় অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক অশেষ গুপ্ত বলেন, আমাদের নিজস্ব বাচনভঙ্গী ও লোকসংস্কৃতি বর্তমানে অনাকাঙ্খিত আগ্রাসনের মুখে। একে রক্ষা করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অধ্যাপক এস কে সিং ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তিনি ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ভাষা বিভাগ চালু করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এর আগে অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য্য অধ্যাপক বিপ্লব হালদার। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক ভাষণ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ডঃ আভুলা রঙ্গনাথ।

কর্মশালার মূল আলোচনায় দেশের প্রখ্যাত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত অতিথি ও প্রতিনিধিগণ মৌখিক পরম্পরা ও লোকসংস্কৃতি রক্ষায় বর্তমান প্রজন্মকে আরো বেশী সচেতন হবার আহবান জানান। প্রথমদিন রাজ্যের প্রখ্যাত গায়িকা তিথি দেব্বর্মণ সহ ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা বিভিন্ন পূর্বোত্তর অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। একক যাত্রাপালা মঞ্চস্থ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন রাজ্যের বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী বিজলী চক্রবর্ত্তী। কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে বিশেষ অতিথি হিসসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ অমৃত সেন, ডঃ মন্দাকিনি বড়ুয়া এবং ডঃ চৈতালি গড়াই। কর্মশালায় জেএনইউ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বরোদার মহারাজা সায়াজিরাও বিশ্ববিদ্যালয় এবং আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত মোট ৫৩ জন প্রতিনিধি মৌখিক পরম্পরা ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণাপত্র জমা করেন।

প্রেস বিবৃতি